মস্তিষ্কের অপ্রকাশিত কথা

(কবিতা সংকলন)

রাবেয়া বসরি (পামু)

সা
প্র
সাগরিকা প্রকাশনী

মস্তিষ্কের অপ্রকাশিত কথা

রাবেয়া বসরি (পামু)

প্রকাশকাল

আগস্ট, ২০২৬

প্রকাশক

চাষী এসকে খান

সাগরিকা প্রকাশনী

গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

মোবাইল : ০১৭৩১-৫৬৪১৬৪, Email: sagorikaprokasoni@gmail.com

বর্ণবিন্যাস

মোঃ জহির উদ্দীন

প্রচ্ছদ

মোঃ জহির উদ্দীন

মুদ্রণে

সাগরিকা প্রিন্টার্স

২৮/১, রূপচাঁদ লেন, ঢাকা- ১১০০

মূল্যঃ ৩০০.০০ টাকা

ISBN: 978-984-29056-0-5

Mostishker Oprokashito Kotha Written by Rabeya Bosri (Pamu),
Published by **Sagorika Prokashoni**
Gazipur Chowrasta, Gazipur, Bangladesh.

Price: Three Hundred Tk Only.

উৎসর্গ

উৎসর্গ তার প্রতি, যে কোনো একসময় আমার কবিতার প্রেমে পড়ে, আমায় প্রেম নিবেদন করেছিলো। উৎসর্গ তার প্রতি, যে কোনো একসময় আমার প্রতিটা কবিতার প্রথম পাঠক ছিলো। উৎসর্গ তার প্রতি, যার আমাকে ভেঙে দেওয়া আমাকে আরও গম্ভীর শব্দ চিনিয়েছে। উৎসর্গ তার প্রতি, যার কথা মনে পড়লে আমার কবিতার জন্য বিষয় বা ভাবের অভাব পড়েনা।

ভূমিকা

মানুষের মস্তিষ্কে প্রতিদিন হাজারো কথা জন্মায়। কিছু কথা কান্না হয়ে ঝরে, কিছু প্রার্থনা হয়ে ওঠে, কিছু আবার চুপচাপ পুড়ে ছাই হয়। এই বইয়ের কবিতাগুলো আমার সেই অপ্রকাশিত কথার সংগ্রহ।

আমি একজন সাধারণ মেয়ে। একটু শান্ত স্বভাবের। আর একটু অনুভূতিপ্রবণ। আমি যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখি। তবে মনে মনে খুব কথা বলি। আর যে কথাগুলো মুখে বলিনা তা লিখে রাখি যতন করে। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো আমার তেমনই মনে মনে বলতে থাকা কিছু অপ্রকাশিত কথা।

যেখানে আমার দেখা সমাজ, আমার নিজের ব্যথা, আমার ঈমান, আমার প্রেম, আমার প্রকৃতির সাথে কথোপকথন আর আমি নিজেকেই ঠাঁই দিয়েছি। যার বেশির ভাগ কবিতাই ছন্দবৃত্ত। তবে কিছু গদ্যকবিতা বা মুক্তছন্দও থাকতে পারে যেহেতু আমি কোনো লেখক নই, শুধুমাত্র নিজেকে লিখে প্রকাশ করতে ভালোবাসি, তাই আমার লিখায় ভুলত্রুটি থাকতেই পারে। তবে আবেগ বা ভাবে কোনো ভুল থাকবেনা। কেননা বইয়ের বেশির ভাগ কবিতা ও তার কথাগুলো আমার জীবনের কিছু ঘটনা, কিছু মুহূর্ত থেকে নেওয়া। তাই যারা এই বইটি পড়বেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ- " বিচার করবেন না, অনুভব করবেন।" আপনি আমার বইটি পড়া মানে কবিতার ছন্দের মাধ্যমে আমার জীবনের কিছু অংশ পড়ে নেওয়া।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা আমার আম্মুর প্রতি। যিনি আমায় লিখার সাহস জোগান। যিনি আমার কবিতাগুলোর প্রথম শ্রোতা। আমার প্রেরণার উৎস। কৃতজ্ঞতা আমাকে কবিতা লিখতে উৎসাহ দেয়া আমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রতি। অগ্রীম ধন্যবাদ আমার সকল পাঠককে।

ভালো থাকুন, ভালো রাখুন। সবাইকে ভালোবাসুন।

রাবেয়া বসরি (পামু)

জুলাই, ২০২৬



প্রকৃতি ও জীবন:

১) নীলাভ ঘাসফুল.....
২) স্কুল জীবনের ডিসেম্বর.....
৩) বর্গাচাষি মফিজ মিয়া.....
৪) পানির শোক .....
৫) ছাতিম ফুল.....
৬) রূপান্তরিত বৈশাখ.....
৭) এক যুগের বড়লোকি.....
৮) মায়ের আশা.....
৯) গরমের কাল পরিবর্তন .....
১০) কবিতার ছুটি.....

প্রেম ও বিরহ:

১) বুক পকেটের নোটবুক .....
২) আমি এমনই.....
৩) খানিকটা অপ্রকাশিত .....
৪) চিঠি নয় কবিতা.....
৫) তুমি এসো হালালে .....
৬) ভাবের অমিল.....
৭) বৃষ্টিস্নাত বিরহ.....
৮) তুমি আমার হলে বোধ হয়.....
৯) প্রশ্ন.....
১০) যদি তোমাকে পেতাম .....

স্বদেশ ও প্রতিবাদ:

১) বাংলা ভাষা.....

২) আমি দেখেছি .....

৩) ২৪ এর ভীতু বাঙালি.....

৪) সোনার বাংলাদেশ.....

৫) স্বাধীন বাংলার নাম .....

৬) স্বাধীনতার আনন্দ .....

৭) এক অম্লান মুখ.....

৮) মুখোশের শহর.....

৯) মুসলিম ট্যাগ .....

ঈমান ও দোয়া:

১) দুরুদে প্রেম.....

২) রাতের আধার.....

৩) স্বার্থপর বান্দা.....

আত্মকথা ও দর্শন:

১) সেকেলে আমি .....

২) আব্বার থেইকা শেখা .....

৩) জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ.....

৪) দেহ - মন - আত্মা.....

৫) পাহাড় না সমুদ্র.....

৬) স্রষ্টার সৃষ্টির প্রেমে চরিত্রহীন .....

৭) স্বার্থক কবিতা.....

৮) মানুষ.....

স্বাস্থ্য কথা:

১) নিজে নিজে ডাক্তারি .....

২) শরীরের আর্তনাদ .....

প্রকৃতি ও জীবন

নীলাভ ঘাসফুল

এইতো সেদিনকের কথা,
এক পশলা বৃষ্টির পর,
বেরিয়েছিলুম হাঁটতে,
কোনো এক শান্ত প্রভাতে।
হঠাৎ কি যেন নজর কাড়ে,
মনে হচ্ছিল বুজি তারা গুলো,
খসে পড়েছে ভুল করে,
গত হওয়া কালো রাত্তির আঁধারে।
কি চকচকে তার রঙের বাহার,
যেন দূরবীনে দেখা কোনো নক্ষত্র
তার চিরায়ত পথ ভুলে,
দাঁড়িয়ে আছে মেঠোপথের কোলে।
এ যেন ঘন সবুজের বুকে,
একরাশ নীলাভ হাসি,
ঝরে পড়ছে মুক্তোর ন্যায়,
যে কিনা অপলক দৃষ্টিতে মিটিমিটি চায়।
বহুক্ষণ দেখার পর মনে হলো,
তার ক্ষুদ্রতা দিয়ে যেন সে,
করছে কোনো বিশেষ আবেদন,
যাতে ঘটে হৃদয়ে ভালোবাসার প্রস্ফুটন।

তার সহজতা, সরলতা,
চারদিকে যেন তৈরী করছে,
অনাবিল সুখের মহড়া,
নিমিষেই তৃপ্ত করছে হৃদয়ের খরা।
কত বিনয়ী, সহনশীল তারা,
কত পথিক তার দুই চরনে
দিচ্ছে তাদের দলে, তবু-
হেঁসে উঁকি দেয়, মাথাটা তোলে।

হয়তো এই ঘাসফুলরা আছে বলেই,
প্রকৃতি এত সুন্দর,
নিত্য নতুন সুখের ছন্দ,
পৃথিবীর বুকে আজও এত আনন্দ।
অবশেষে, কত কি ভাবতে ভাবতে,
তার রূপ দেখতে দেখতে,
প্রেমে পড়তে হলো আমার,
অযত্নে-অবহেলায় বেড়ে ওঠা
সেই নীলাভ ঘাসফুলের।

৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২২

স্কুল জীবনের ডিসেম্বর

ডিসেম্বর মানে শেষ মাস
পুরনো বছরের ছুটি,
ডিসেম্বর মানে পরিক্ষা শেষ
শেষ ক্লাসের ঘন্টি।

ডিসেম্বর মানে পুরনো বই
স্তুপ করে রাখা,
ডিসেম্বর মানে মনে মনে
নতুন বইয়ের স্বপ্ন দেখা।

ডিসেম্বর মানে বার্ষিক পরীক্ষা
সহপাঠী হারানো,
ডিসেম্বর মানে পুরোনো ক্লাস
মায়ায় জড়ানো।

ডিসেম্বর মানে রেজাল্টের ভয়,
পাস নাকি ফেল,
ডিসেম্বর মানে রোল কত হবে
একই ক্লাস নয়তো ফের।

ডিসেম্বর মানে বছর শেষে
নানু বাড়িতে যাওয়া,
ডিসেম্বর মানে বহুদিন পর
মামারবাড়ির খাওয়া।

ডিসেম্বর মানে নতুন করে
জানুয়ারি পাওয়ার আশা,
ডিসেম্বর মানে পুরোনোকে স্মৃতি করে
নতুনকে ভালোবাসা।
ডিসেম্বর মানে শেষ নয় শুধু
নতুনেরও বার্তা,
ডিসেম্বর মানে শুরু হবে নতুন করে
জীবনের পথযাত্রা।
তাই ডিসেম্বরকে সহাস্যে দিয়ে সবে বিদায়,
নতুন বছরকে আমন্ত্রণ করি সযতনে সদাই।

২৯ ডিসেম্বর, ২০১৮

বর্গাচাষি মফিজ মিয়া

কালবৈশাখী ঝড় আইলো, কালবৈশাখী ঝড়,
শীল পড়ে, তুপান ছুড়ে, কৃষকের মনে ডর।
মফিজ মিয়া বর্গাচাষি, জমিত ফাঁকা ধান,
ভয়ে ভয়ে রাত কাটাইলো, আল্লায় রাখে যদি মান।

ভোর না হইতেই মফিজ মিয়া দিলো জমিত ছুট,
যাইবার কালে আল্লারে ডাকে, ভয়ে কুটকুট।
তুপানেতে গাছ শোয়াইলো, শীলেতে ঝরলো ধান,
তাই দেইখা মফিজ মিয়ার হৃদয় হইল খানখান।

চাইরখান মাসের কষ্টের ফসল, বাকি আছে যা,
কষ্টে শিষ্টে কাইটা আইনলো, অন্তরেতে ঘা।
কিছু অংশ ঝড়ে নিলো, আর যেটুক রইলো বাকি,
তিনের একভাগ সেচের, একভাগ ভূমিমালিকের লাগি।

আর একভাগ নিজের রইল, নিয়া গেলো হাঁটে,
বেইচা যদি দাম পায় কিছু, যদি ভালো অর্থ জোটে।
চিকন বেঁচলো উনিশ করে, মোটা ষোলোর দরে
কষ্টের সাথে কেষ্টর মিল নাই, দূঃখ কি আর সারে।

কষ্ট করে ধান ফলায় ঠিকি, চাল না থাকে ঘরে,
রিলিপের চাল, রেশনের চাল কিইনে লয় অল্প দরে।
যেই ধান বেচে আঠারোতে, তার চাউল কিনে আশি,
ওই চাল খাইবার ভাগ্য নাহয়, যে চাল ফলাইছিলো চাষী।

আঠারোর ধান আশি কেমনে, হিসাব মেলেনা,
মফিজ মিয়া বর্গাচাষি, দূঃখ গোছেনা।
এমন চাষীর কষ্টের ফসল, আমরা সবে খাই,
আড়তদারের কপাল খুলে, গরীবের পকেটইতো নাই।

মফিজের মতো হাজার চাষী, আমগো দেশে আছে ভাই,
যাদের শ্রমের ফসল দিয়া আমরা দেশটারে গোছাই।
দেশ গোছে, দশ গোছে, গোছেনা দূঃখ চাষীর,
কৃষক ভাইদের মান বাড়ুক, আশা দেশবাসীর।

২৯ এপ্রিল, ২০২৫

পানির শোক

আকাশ ভাঙে, মেঘ ডাকে, নামে অঝোর ধারা,
নদীর বুকে পাগল ঢেউ, কূল চাপিয়ে সারা।
সবুজ মাঠ যায় ডুবে, হারায় ফসলের আশা,
কাঁচা ঘরের চাল ভিজে, চোখে নীরব ভাষা।

শিশুর কান্না ভাসে জলে, মায়ের বুকের মানিক,
গরুর চোখে জল ঝরে, বাঁধন ছেড়া দিক বেদিক।
রাতের বেলা চালের উপর, কাটে নির্ঘুম প্রহর,
চারদিকই জলে ভাসা, সাথে সাপ বিচ্ছুর ডর।

ত্রাণের বস্তা আসে কখনো, নৌকা বেয়ে দূর,
শুকনো খাবার মুখে উঠলেও, ভেজা চোখের সুর।
সব হারিয়েও মানুষ বাঁচে, বাঁচার নামে লড়াই,
বন্যা শেখায় - কে আপন আর, কার শুধু কথার বড়াই।

জল নামলে পড়ে থাকে, কাদা-ময়লা পঁচা গন্ধ,
রোগ-শোক আর ক্ষুদার জ্বালা, ভাঙা স্বপ্নের ছন্দ।
তবুও ঘর বাঁধে মানুষ, মাটি খড়ের জোরে,
বিশ্বাস রাখে সূর্য উঠবে, অন্ধকারের পরে।

১৮ অক্টোবর, ২০২৪